প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে ব্যবসায় দুর্দিন

নিলামে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি

● এসএম আজাদ

দিনকাল ভালো যাচ্ছে না চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের। বিশেষত ভোগ্যপণ্য ও শিপব্রেকিং ইয়ার্ডের ব্যবসায়ীরা চরম লোকসানের মুখে পড়েছেন। ক্রমাগত লোকসানে খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায়ে হাজার কোটি টাকার জমি ও সম্পত্তি নিলামে তুলেছে ব্যাংকগুলো। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে ২৭টি ব্যাংক ও ৩টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ ৬৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এসব সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়। চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিকগুলোর নিলাম বিজ্ঞপ্তি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ীদের জমি, ভবন ও ফ্ল্যাট নিলামে উঠলেও এর আগে কখনো একসঙ্গে এতগুলো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নিলামে ওঠেনি।

ব্যাংকাররা বলছেন, খেলাপি ঋণ বাড়ার কারণে সম্পত্তি নিলাম বাড়ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায়ীরা যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার ব্যবসায়িক মন্দা ও প্রতারণাও এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ব্যাংকের টাকায় ভোগ্যপণ্য আমদানির পর লোকসানের কারণে অনেকে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ঋণ শোধ না করে জমি ও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেছিল। শেয়ারবাজারে দরপতন এবং জমির দাম কমে যাওয়ায় ঋণের চক্রে আটকা পড়তে হয়েছে।

নিলামের তালিকায় ভোগ্যপণ্য আমদানিকারক ছাড়াও কে স্টিল, কে এন্টারপ্রাইজ, এইচআর গ্রুপ, রুবাইয়া ভেজিটেবল অয়েল, সিদ্দিক ট্রেডার্সের মতো বেশকিছু নামি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এছাড়া এমইবি গ্রুপ, নুরজাহান গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপের নামও আছে খেলাপির তালিকায়।

সূত্র জানায়, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ১৭৯ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে চার প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নিলামে তোলে। এর মধ্যে কে স্টিলের ১৪৩ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, জুবিলী রোড শাখা ১২৪ কোটি টাকা, প্রিমিয়ার ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা ২৫ কোটি টাকা ও ব্যাংক এশিয়া, আগ্রাবাদ শাখা ৬৭ কোটি টাকার সম্পত্তি নিলামে তোলে। ৮ মাসে ৬৪ প্রতিষ্ঠানের ৯৯৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার সম্পত্তি নিলামে তোলা হয়। এছাড়া ইউসিবিএল, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, এনসিসি ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংকও তাদের বকেয়া পাওনা আদায়ে সম্পত্তি নিলামে তোলে।

এদিকে খেলাপি ঋণের বিপরীতে সম্পত্তি নিলাম করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছে অনেক ব্যাংক। অভিযোগ আছে, ঋণ দেয়ার সময় অনেক সম্পত্তির মূল্য বেশি দেখানো হয়। অতি মূল্যায়নের কারণে বর্তমান বাজার মূল্যে পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। আর ভিত্তি মূল্য বেশি হওয়ার ফলে প্রথমবারের নিলামে কেউ অংশ না নেয়ায় অনেক সময় দ্বিতীয়, তৃতীয় দফায়ও নিলাম করতে হয়। জানা যায়, সম্পত্তি নিলামে তোলা বেশিরভাগই খাতুনগঞ্জের আমদানি-রফতানি ব্যবসায় জড়িত।

কাস্টম হাউস ও বন্দরের হিসাবে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হওয়া ভোগ্যপণ্যের বাজার প্রায় ২৬ থেকে ২৭ হাজার কোটি টাকার। গত অর্থবছর বেসরকারি খাতে ২৬ হাজার ২৪৬ কোটি টাকার প্রায় সাড়ে ৫০ লাখ টন ভোগ্যপণ্য আমদানি হয়। কাস্টম হাউসের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত অর্থবছরে ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠান ভোগ্যপণ্য আমদানি করে। পরিমাণের হিসাবে মোট ভোগ্যপণ্যের প্রায় ৩৮ শতাংশ বা ২০ লাখ টন পণ্য এনেছে চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলো। তবে আমদানিকারকের সংখ্যায় চট্টগ্রামের হার এখনো বেশি, গত অর্থবছরে ৫৩ শতাংশ বা ৪৭৮টি প্রতিষ্ঠান পণ্য আমদানি করে।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাহবুবুল আলম সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, আমদানি-রফতানিতে অনেক ব্যবসায়ীর খারাপ সময় যাচ্ছে। অনেকে সময়মতো ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে যথাযথ বিনিয়োগ যেমন জরুরি, তেমনিভাবে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধেও সচেতন থাকতে হবে। ব্যবসায়ীদের খারাপ সময়ে ব্যাংকের উচিত তাদের নিয়মের মধ্যে থেকে সহযোগিতা করা।

চট্টগ্রামে সাড়ে ৭শ অর্থঋণ মামলা

চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে ৭শ মামলা বিচারাধীন আছে। ৫০ কোটি থেকে ১০০ কোটিরও বেশি টাকা পাওনার মামলার সংখ্যা শতাধিক। নুরজাহান গ্রুপ, এমইবি গ্রুপের মতো নামি শিল্প গ্রুপের নামও আছে খেলাপি তালিকায়।

খেলাপি ঋণের জন্য চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আলী আব্বাসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ৭২ কোটি টাকা ঋণ নেন। দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের প্রমাণ পায়। ইমাম গ্রুপের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। গ্রুপটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যাংকের মামলাও রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় মোস্তফা গ্রুপ

সুদে-আসলে বর্তমানে মোস্তফা গ্রুপের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৪০০ কোটি টাকা। সৌদিয়া কোচ সার্ভিস (মার্সিডিজ বেঞ্জ), কোকোনাট অয়েল, ভোজ্যতেল, তৈরি পোশাক, কাগজ, জাহাজ ভাঙা শিল্প, ইস্পাত শিল্প, মৎস্য, লবণ, চা শিল্প, শিপিং, আবাসনসহ বিভিন্ন খাতের ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ২০০৮ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রায় সাড়ে ৮শ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল মোস্তফা গ্রুপ। ভোগ্যপণ্য ও স্ক্র্যাপ শিপ আমদানি করে মাত্রাতিরিক্ত লোকসান দেয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিপুল দেনার মুখে পড়ে। ছয় বছরে ১ হাজার কোটি টাকার মতো পরিশোধ করলেও নতুন করে ঋণ না পাওয়ায় শিল্প গ্রুপটিকে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনায় হিমশিম খেতে হচ্ছে। বর্তমানে এই গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২ হাজার কর্মী রয়েছে। তারা এখন ডাউনপেমেন্ট দিয়ে ব্যাংকঋণ পুনঃতফশিলের চেষ্টায় আছে। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স সভাপতি মাহবুবুল আলমও মনে করেন পুনরায় ঋণ পেলে ঘুরে দাঁড়াবে মোস্তফা গ্রুপ। ■